তেলুগু কবি গুন্টুরু শেষেন্দ্র শর্মা-র কবিতা

ভাষ্য ও ভাষান্তর ঃ জ্যোতির্ময় দাশ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রায় নব্বই বছর বাদে আবার ভারতে সাহিত্যে নোবেল রত্নটি আসার সম্ভাবনা হয়েছিল তেলুগু এক কবির কলমের গুণে ২০০৪ সালে, তাঁর নাম গুন্টুরু শেষেন্দ্র শর্মা (১৯৪৭-২০০৭)। তিনি তেলুগু সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবি সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক। তিনি 'যুগকবি' হিসেবেও বিশেষ পরিচিত।

তাঁর কাব্যপ্রসঙ্গ আলোচনা সংক্ষেপে করা সম্ভব নয়, এখানে তাঁর জীবনের রেখাচিত্র উল্লেখ করা হল। অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার তোতাবাল্লীগুড়ুরু গ্রামে তাঁর শৈশব কেটেছে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতক ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক হবার পর ১৯৪৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। অবসরের সময়ে হায়দ্রাবাদ শহরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।

১৮ বছর বয়সে প্রথম স্ত্রী জানকী দেবীর সঙ্গে বিবাহের সূত্রে ২ কন্যা ও ২ পুত্রের জনক তিনি। ১৯৭০ সালে ইন্দো-ভারতীয় কবি ইন্দিরা ধনরাজগীরের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং হায়দ্রাবাদে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রাসাদেই কবি শেষেন্দ্র তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোহরাব ও রুস্তম' গ্রন্থের অনুবাদ, যেটি পার্শি মহাকাব্য শাহনামা অবলম্বনে রচিত-বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। তাঁর স্বরচিত প্রথম বই পদ্য ও গদ্যের সম্মিলিত সংকলন, 'শেষ জ্যোৎস্না' (১৯৫৪)। তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় ৫০-এর বেশি নাম আছে। তার মধ্যে অধিকাংশ ইংরেজি, কন্নড়, উর্দু, বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শেষেন্দ্রের জনপ্রিয়তম কাব্যগ্রন্থ 'না দেশম না প্রজান্ত'। এই মহাকাব্যটির ইংরেজি অনুবাদ My Country, My People নোবেল পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত পর্বে তিনটি গ্রন্থের মধ্যে মনোনীত হয়েছিল।

তিনি ১৯৯৪ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এবং ১৯৯৯ দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান সাহিত্য অকাদেমির ফেলোশিপ অর্জন করেন। এছাড়া অন্য বহু পুরস্কার সম্মান ও পিএইচডি ডিগ্রি আছে। তাঁর দুটি কবিতার অনুবাদ নীচে দেওয়া হল ঃ

নদী এবং কবি

নদী এবং কবিরা
একটি দেশের
রক্তবাহী শিরা আর ধমনী।
নদীও প্রবাহিত হয় কবিতার মতোই
প্রকৃতির সকল প্রাণী, পাখি সম্প্রদায়
এবং অবশ্যই মানবজাতির প্রয়োজনেও —
নদী যে স্বপ্ন লালন করে তার অন্তরের নিভৃতে
তাই একদিন ফসল হয়ে জেগে ওঠে মাটির কোলে
আর কবির দেখা স্বপ্নময় ভাবহারা একসময়
ফসল ফলায় দেশের জনগণের শুদ্ধ চেতনায় —

আমার অনুভূতির রৌদ্রকিরণ ঝরে পড়ে শব্দের শরীরে
তার বিস্তৃত প্রতিবিম্ব আবৃত করে শতাব্দীর শরীরকেও
ভোরের কুসুম-কোরকের সঙ্গে খেলা করে তরুণ সূর্য
আর শহিদকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মহাকাল . . .

মৃত্তিকা এক মহাকাব্য

যদি সে অর্থে রক্তপাতও করা হয়,
বর্ণনাতীতভাবে যা কিনা সোনার থেকে মহিমাময়,
তবু স্বপ্ন কখনও বাস্তব হয়ে ওঠে না —
একমাত্র বোকারাই শুধু জানে না যে
বিবর্তনবাদ নিজেও পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণাধীন —

লাঙল দিয়ে যখন চাষ করা হয় কোনও ভূখন্ড
কেবলমাত্র তখনই তা হয়ে ওঠে একটি দেশ
আর যখন একটি জমিতে চাষ করা হয় পালকের কলমে
তা তখন রূপ নেয় এক মহান মহাকাব্যের
যদি লাঙল বা কলম কোনও কিছু দিয়েই তা কর্ষিত না হয়
তখন তা কেবল শুধু নিছক এক ভূখন্ড হয়েই পড়ে থাকে —

একটি সূর্য থেকে আর এক সূর্যের মধ্যের দূরত্ব মাত্র চব্বিশ ঘন্টার
একটি মানুষ থেকে অন্য আর এক মানুষের মধ্যের
দূরত্ব শুধুমাত্র দুটি হৃদয়ের যে ব্যবধান —
ভোরের সমীরণে উড়তে উড়তে আকাশ নিজে তার
গোলাপি পরত উন্মুক্ত করে মেলে ধরে —
বলো! কতগুলো বন্দুকের দূরত্ব তাহলে থাকে
একটি শান্ত গ্রাম আর যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে — ❑